Visit Our Website : natunchithi.co.in

নতুন চিঠি

সংবাদ সাপ্তাহিক

ডাক সংস্করণ : ১৬ জুলাই, ২০২৪

৪৭ বর্ষ ২৯ সংখ্যা ১৫ জুলাই, ২০২৪, সোমবার, ৩০ আষাঢ়, ১৪৩১

ধানের জমি ঢেকে গেছে পার্থেনিয়ামে

শুভেচ্ছা সেনগুপ্ত : দিগন্তবিস্তৃত জমি তাকিয়ে আছে আকাশের দিকে বর্ষণ পিপাসা নিয়ে। জলের অভাবেই সবজির দাম আকাশ ছুঁয়েছে, দোকানদাররা দাম কেজি ছেড়ে শয়ে বলছেন। এরই মধ্যে শুরু হবে আমন ধানের চাষ। ধানের দেখা না মিললেও উঁকি দিচ্ছে পার্থেনিয়াম।

বর্ধমানের দেওয়ানদিঘির নাদনঘাট যাওয়ার রাস্তায় দুপাশে শুধু ধানি জমি। মে মাস থেকে যেখানে বীজ রোপণ শুরু হয় জুলাই মাস পড়ে গেলেও তার দেখা নেই। মুনিশদের মাথায় হাত পড়লেও আবহাওয়া সঙ্গ না দেওয়ায় কোনোভাবেই করা যাচ্ছে না বীজ বপন। এদিকে জমির ধার ভর্তি হয়ে গেছে পার্থেনিয়ামে। পার্থেনিয়াম এর বীজ এবং ধানের বীজ একসাথে মিশলে যে ক্ষতিকারক বিষক্রিয়া হবে তার কোনো সন্দেহ নেই।

এই আগাছা অ্যালার্জিজনিত শ্বাসযন্ত্রের সমস্যা যেমন হাঁপানি, ব্রংকাইটিস, কর্কট রোগ, কন্টাক্ট ডার্মাটাইটিস, মানুষ ও গবাদি পশুর মিউটেজেনিসিটির কারণ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এই গাছ বাঁচে তিন থেকে চার মাস। এই সময়ের মধ্যে তিনবার ফুল ও বীজ দেয়। একটি গাছ থেকে হতে পারে চার থেকে পঁচিশ হাজার বীজ। এই বীজ এতটাই ছোট যে খুব সহজেই বাতাসে মিশে যেতে পারে। পার্থেনিয়াম ফসলের উৎপাদন প্রায় চল্লিশ শতাংশ কমিয়ে দিতে পারে। ১০ মিটার দূর থেকে পার্থেনিয়াম প্রভাব ফেলতে পারে।

প্রশাসন থেকে শহরাঞ্চলে স্কুল পড়ুয়াদের মধ্যে পার্থেনিয়ামের বিষক্রিয়া কতটা কি হতে পারে তা স্লোগান, ব্যানার, ভিডিও বিভিন্ন সচেতনতা মূলক অনুষ্ঠান এর মধ্যে দিয়ে প্রচারের চেষ্টা চলছে। গ্রামাঞ্চলে এ প্রচার ব্যাপকভাবে দরকার। পাঁচ লিটার জলে এক কেজি নুন মিশিয়ে গাছে স্প্রে করলে পার্থেনিয়াম সহজেই নষ্ট করা যায়।

জনস্বাস্থ্য ও সমাজ-সংস্কৃতির জন্য শিক্ষকের দান

নিজস্ব সংবাদদাতা, ১০ জুলাই : প্রবীণ শিক্ষক দুর্গাশিব প্রসাদ রায় এবং ওনার সহধর্মিণী শীতল রায় আজ শহীদ শিবশঙ্কর সেবা সমিতিতে এক অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানে সেবা সমিতির উন্নতির জন্য ২৫ হাজার টাকা, 'জাগরী' সংস্থার উন্নয়নের জন্য ৫ হাজার টাকা এবং 'নতুন চিঠি' পত্রিকার জন্য ১০ হাজার টাকা দান করেন। দুর্গাশিব প্রসাদ রায় ও ওনার স্ত্রী শীতল রায়, অধ্যাপক জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য এবং অরিন্দম কোঙার-কে পুষ্পস্তবক দিয়ে সংবর্ধনা জানানো হয়। সংস্থার সম্পাদক ড. সম্বরণ প্রামাণিক, শিক্ষাবিদ অরিন্দম কোঙার ও অধ্যাপক জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য এই প্রচেষ্টাকে স্বাগত জানিয়ে বক্তব্য রাখেন। সহ সম্পাদক ডাঃ সুধাকর মণ্ডল একজন প্রাক্তন ছাত্র হিসাবে স্মৃতিচারণ করেন। শিক্ষক দুর্গাশিব প্রসাদ রায় সবশেষে শহীদ শিবশঙ্কর সেবা সমিতির অকুণ্ঠ প্রশংসা করে সকলকে অভিনন্দন ও ধন্যবাদ জানিয়ে বক্তব্য রাখেন। সকলকে অভিনন্দন জানিয়ে বক্তব্য রাখেন অছি পরিষদের সদস্য জনার্দন রায়। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন পার্থ গোস্বামী।

রেলহকার ও বস্তি বাসীদের বিক্ষোভ, স্মারকলিপি

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ১০ জুলাই : রেল হকার ও রেল বস্তিবাসীদের উচ্ছেদের বিরুদ্ধে কালনা স্টেশন চত্বরে বিক্ষোভ সভা অনুষ্ঠিত হয়। পাশাপাশি এদিন একটি প্রতিনিধি দল কালনা স্টেশন ম্যানেজারকে বিভিন্ন দাবি সম্বলিত স্মারকলিপি প্রদান করে। সিআইটিইউ অনুমোদিত পশ্চিমবঙ্গ রেলওয়ে হকার্স ইউনিয়নের পূর্ব বর্ধমান জেলা কমিটি এবং পশ্চিমবঙ্গ বস্তি উন্নয়ন সমিতির কালনা শহর কমিটির যৌথ উদ্যোগে অনুষ্ঠিত বিক্ষোভ সভায় বক্তব্য রাখেন অরুণাভ চক্রবর্তী, সঞ্জিত মুখার্জী, কানাই গড়াই, অশোক চক্রবর্তী প্রমুখ। সভা পরিচালনা করেন সুব্রত দেবনাথ। অন্যদিকে একটি প্রতিনিধি দল বিভিন্ন দাবিতে কালনা স্টেশন ম্যানেজারকে স্মারকলিপি প্রদান করেন। এই স্মারকলিপির কপি দেওয়া হয় কালনা আরপিএফের ইন্সপেক্টর এবং জিআরপি থানার ওসিকে। প্রধান দাবি হল—কোনভাবেই পুনর্বাসন ছাড়া রেল হকার বা রেল বস্তিবাসীদের উচ্ছেদ করা যাবে না।

গিরিধারী সরকার প্রয়াত

নিজস্ব সংবাদদাতা : ১২ জুলাই প্রয়াত হয়েছেন গিরিধারী সরকার (৬৬)। বর্ধমানের স্থানিক ইতিহাসচর্চাকারীদের মধ্যে তিনি ছিলেন উল্লেখযোগ্য। গত ১০ জুলাই মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ নিয়ে ভর্তি হন স্থানীয় একটি বেসরকারি হাসপাতালে। সেখানেই তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। পুরো নাম গিরিধারীলাল সরকার। জন্ম : ১৯৫৮-র ১০ মার্চ। বাবা রাখহরি সরকার ছিলেন বর্ধমান শহরের সঙ্গীত ও সংস্কৃতিচর্চার পরিচিত মানুষ। বর্ধমান রাজ কলেজ থেকে স্নাতক ও বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরাজি সাহিত্যে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন তিনি। খেলাধূলোর সঙ্গেও তাঁর নিবিড় যোগ ছিলেন। তিনি রাজ্যস্তরে খেলেছেন। কর্মজীবনে শিক্ষক হিসেবে যুক্ত ছিলেন পুঁটশুড়ি ঈশ্বরপ্রসন্ন উচ্চবিদ্যালয়ে। পাশাপাশি তিনি গড়ে তোলেন 'সৌরভ' নামে সাংস্কৃতিক সংস্থা। সংস্থার কাজকর্মে অভিভাবক হিসেবে পেয়েছিলেন অধ্যাপক জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য, সুমিতা চক্রবর্তী, রমাকান্ত চক্রবর্তীকে। একসময় তাঁর সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে বেশি গুরুত্ব পায় আঞ্চলিক ইতিহাস চর্চা, মন্দির-মসজিদ স্থাপত্য,

—এরপর চারের পাতায়

রক্তদান

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ৮ জুলাই : জননেতা জ্যোতি বসু-র জন্মদিন ও যুব নেতা বিশ্বরূপ ব্যানার্জী স্মরণে রক্তদান শিবিরের উদ্বোধন করেন অমিত মণ্ডল। ভারতের গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশন কালনা-২ আঞ্চলিক কমিটির উদ্যোগে সেনেরডাঙ্গার নোয়ারা মোড়ে অনুষ্ঠিত শিবিরে ৩৬ জন স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন।

বিজ্ঞান অভীক্ষার পুরস্কার বিতরণ

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ১৩ জুলাই : বর্ধমান সদর-২ বিজ্ঞান কেন্দ্রে গত বিজ্ঞান অভীক্ষা-২০২৩-এর পুরস্কার বিতরণী হলো। পুরস্কার পাওয়া ছাত্র-ছাত্রীরা ছাড়াও যারা পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছিল তাদের প্রত্যেককে একটি করে কলমের আম গাছ দিয়ে পুরস্কৃত করা হলো। উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের পূর্ব বর্ধমান জেলার কার্যকরী সভাপতি অধ্যাপক চন্দ্রনাথ ব্যানার্জী,

—এরপর চারের পাতায়

পূর্বস্থলীতে দোকান ও ঝুপড়ি উচ্ছেদ প্রতিবাদের সিআইটিইউ

নিজস্ব সংবাদদাতা, পূর্বস্থলী, ১৩ জুলাই : পূর্বস্থলী স্টেশন চত্বর থেকে ৭০টি দোকান ও ঝুপড়ি উচ্ছেদ করলো ভারতীয় রেল। ইতিপূর্বে কালনা, পাটুলি, দাঁইহাট রেলস্টেশন চত্বর থেকে জেসিপি দিয়ে দোকান ও ঝুপড়ি উচ্ছেদ করা হয়। কাটোয়া ব্যান্ডেল রেললাইনের কালনা স্টেশন চত্বর থেকে উচ্ছেদ অভিযান শুরু হয় গত ২৬ জুন। পাটুলি স্টেশন চত্বর থেকে উচ্ছেদ করা হয় ২৮ জুন। দাঁইহাট থেকে উচ্ছেদ করা হয় ১২ জুলাই। কাটোয়া রেল পুলিশের আধিকারিক আশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, নোটিশ জারির পর বেশিরভাগ দোকানদার নিজেরাই উদ্যোগ নিয়ে দোকান সরিয়ে নেয়। বাকিগুলি জেসিপি দিয়ে উচ্ছেদ করার কাজ চলছে। পশ্চিমবঙ্গ রেল হকার্স ইউনিয়ন ও পশ্চিমবঙ্গ বস্তি উন্নয়ন সমিতির পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছে পুনর্বাসন ছাড়া হকার বা বস্তিবাসীদের উচ্ছেদ করা যাবে না।

ঐতিহাসিক আয়ুব হোসেন-এর সাম্প্রতিক কিছু কাজ

গিরিধারী সরকার

বাংলা তথা বর্ধমানের প্রবীণ ঐতিহাসিক এবং বর্ধমান নিবেদিতপ্রাণ অক্লান্ত গবেষক মুহম্মদ আয়ুব হোসেন (জন্ম ২৩ জুলাই ১৯৩৭)। বর্ধমান জেলার লুপ্তপ্রায় লোকসংস্কৃতি এবং সমগ্র রাঢ় অঞ্চলের বাঁকুড়া, বীরভূম ও মঙ্গলকোট ক্ষেত্রের অবিরাম অন্বেষক তিনি। সবার উপরে অজয় ও কুনুড় নদীর অববাহিকা জুড়ে অর্ধশতাধিক বছর ধরে তিনি আন্তরিকতা এবং নিষ্ঠার সঙ্গে নিরবধি সরেজমিনে সমীক্ষা করে নতুন নতুন প্রত্নবস্তু, তত্ত্ব, তথ্য ও আবিষ্কারের

মধ্যে দিয়ে বর্ধমানসহ সারা বাংলা আর জাতীয় স্তরে চমক সৃষ্টি করেছেন, আজও করে চলেছেন। নজরুলের গুরুত্বপূর্ণ অজানা রচনা উদ্ধার, মৃগাবতী কাব্য উদ্ধার করে প্রথম প্রকাশ, গোপনে ছদ্মবেশে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে নারী সেজে বাংলার বাইরেও অবাঙালী নারীদের নৈশকালীন রোমহর্ষক গোপন ধর্মীয় ক্রিয়াকলাপের সঙ্গীতময় সংস্কৃতি তিনি সংগ্রহ করেছেন।

সম্প্রতি তাঁর আমন্ত্রণে কাটোয়ার তাঁর নিজের বসতবাটীতে তাঁরই ডাকে যেতে হয়েছিল। কিছু সময় আগে তাঁর স্বপ্নের বিচরণক্ষেত্র বিস্তৃত মঙ্গলকোট প্রত্নভূমি থেকে সংগৃহীত চারটি আদি প্রাচীন প্রস্তরযুগের আয়ুধ আমাদের দেখাবেন। সংগৃহীত চারটি পাথরের আয়ুধ বা অস্ত্র, যেগুলি হাতে ছোঁড়ার অস্ত্র বলে তিনি মনে করেন। তাঁর মতে, এই আবিষ্কার মঙ্গলকোটকেন্দ্রিক

—এরপর তিনের পাতায়

মননশীল প্রবন্ধ, গল্প, কবিতায় সমৃদ্ধ

নতুন চিঠি

শারদ সংখ্যা-২০২৪

প্রকাশিত হচ্ছে সেপ্টেম্বরের শেষ সপ্তাহে।

লেখা পাঠানোর শেষ তারিখ ৩১ জুলাই।

লেখা মেইল-তে লেখা পাঠান ইউনিকোর্ডে কম্পোজ করে।

sharadiyanc@gmail.com

নতুন চিঠি

১৫ জুলাই, ২০২৪

রোম জ্বলে, নীরো বীণা বাজায়

গত ৫ মাস ভারতের মিডিয়া অনন্ত ও রাধিকার বিয়ের খবর নিয়ে মেতে রয়েছে। ১-৩ মার্চ প্রি-ওয়েডিং সমারোহ, জুন মাসে ভূমধ্য সাগরে ১২০০ অতিথি সহ ৪ দিনের জলবিহার পর্ব হয়ে ১২-১৪ জুলাই বিয়ের উৎসব শেষ হলো। খবরে প্রকাশ, বিভিন্ন দিনে দেশ-বিদেশের ২০০০ পদ দিয়ে অতিথি আপ্যায়ন হয়েছে, বিনোদনের জন্য পপ তারকা জাস্টিন বিবের ও রিয়ানার অনুষ্ঠানেই খরচ হয়েছে ১৭০ লক্ষ ডলার, অতিথি আনার জন্য তিনটি ফ্যালকন ২০০০ জেট বিমান ভাড়া করা হয়েছে, কনের একটি লেহঙ্গা ২০, ০০০ ক্রিস্টাল খচিত, আর একটি ৪৭০০ শ্রমঘণ্টায় নির্মিত হয়েছে। বাইরের অতিথিদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য মাইক্রোসফটের বিল গেটস, মোটার মার্ক জুকারবার্গ, গুগলের সুন্দর পিচাই। ২৭তলা বাড়ি এন্টেলার এবং রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজ-এর মালিক মুকেশ আম্বানির ছোট ছেলের বিয়ের আনুমানিক খরচ ৫০০০ কোটি টাকা। এটা এশিয়ার ধনীশ্রেষ্ঠ আম্বানির মোট সম্পদ (১২৩২০ কোটি ডলার) এর .৫ শতাংশ, এটুকু খরচ না করলে মানায়।

মুশকিল হলো, এ দেশের হতদরিদ্র মানুষের হাতে দেশের সম্পদের মাত্র ৩ শতাংশ আর বিলিয়নেয়ারদের দখলে ৪০ শতাংশেরও বেশি সম্পদ। দেশের আইন এমনই দরিদ্র মানুষদের কাছ থেকে ৬৫ শতাংশ জিএসটি আদায় করা হয় আর শত-কোটিপতিদের ট্যাক্স ছাড় দেওয়া হয়। যে দেশে ৯০ শতাংশ পরিবারের মাসিক আয় ১০০০০ টাকার কম, যেখানে এই সময় আসামে বন্যাদুর্গত ৯ লক্ষ মানুষ, সেখানে বৈভবের এই প্রদর্শন শুধু অসভ্য নয়, অশ্লীল। বিবেকবান আইনজীবী প্রশান্তভূষণ যথার্থই বলেছেন, বিত্তের এই প্রদর্শনে বমি পায়। বিবিসি সঙ্গত প্রশ্ন তুলেছে 'How much is too much'। অর্থাৎ আর কী কী হলে তবে এটাকে বাড়াবাড়ি বলা হবে?

যত দিন যাচ্ছে ভারতের সমাজে ধন-বৈষম্যকে বৈধতা দেবার চেষ্টা হচ্ছে। এটা যেন সমাজের গঠনগত ত্রুটি নয়, ধনার্জনক্ষমতার তারতম্য মাত্র। তাই এই রাজবিবাহে কত বিদ্রেতার লাভ হলো, দেশের ঝিমিয়ে থাকা অর্থনীতিতে কী নবতরঙ্গ সৃষ্টি হলো, সেসব নিয়ে চর্চা চলছে। কেউ প্রশ্ন তুলছে না, আম্বানির হাতি যেখানে তরমুজ খাচ্ছে, ছত্তিশগড়ের বাচ্চারা খিচুড়ির নামে সন্তিহীন হলুদ গোলা ভাত কেন খাবে? সরকারি একটা উচ্চমানের চিকিৎসা কেন্দ্র গড়তে ৮২০ কোটি টাকা লাগে, একটা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনে লাগে ৩৪৩ কোটি টাকা। যারা এত খরচ নিজের শখ মেটাতে করবে তাদের সামাজিক দায়িত্ব পালনের জন্য অন্তত একটা হাসপাতাল, একটা বিশ্ববিদ্যালয় নির্মাণ কেন করতে হবে না? এসব কেউ বলবে না, কারণ এটা করতে গেলে আইন করতে হবে আর আইন যাঁরা করবেন তাঁরাই—প্রধানমন্ত্রী, মুখ্যমন্ত্রী আম্বানিতনয়ের বিয়ের আতিথ্য গ্রহণ করে ধন্য হয়েছেন। বিয়ের অনুষ্ঠানের জন্য মুম্বাইয়ে একাংশের রাস্তা বন্ধ, মানুষের ভোগান্তির শেষ নেই, পুলিশ একে 'জনস্বার্থে' বলে ব্যাখ্যা দিয়েছে। এ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী, যিনি বাইরে 'গরিবের মসীহা' হবার ভাবমূর্তি পছন্দ করেন, শ্যাম আর কুল দুই রাখতে মুম্বাই গেছেন কিন্তু মন্তব্য করেছেন, 'স্কিপ করতাম' কিন্তু সকলে খুব করে বলায় অনুরোধ উপেক্ষা করতে পারেননি। আম্বানিদের অনুরোধ তাঁর কাছে মান্যতা পায়, এ রাজ্যের ধর্ণারত চাকরিপ্রার্থীদের অনুরোধ কেন মানতা পায় না তা বুঝতে পণ্ডিত হতে হবে না—মুখ আর মুখোশের তফাৎ বুঝলেই হলো।

১৪ জুলাই ২০২৪ 'কোমলদূর্বা' পত্রিকার কবি ও চিত্রশিল্পী শ্যামলবরণ সাহা সম্মাননা সংখ্যার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন ও শ্যামলবরণ সাহার একক চিত্র প্রদর্শনী হলো বর্ধমান লায়ন্স ক্লাব অডিটোরিয়ামে। সদ্যপ্রয়াত লেখক ও প্রাবন্ধিক গিরিধারী সরকারের অকস্মাৎ প্রয়াণে নীরবতা পালনের পর শুরু হয় মূল অনুষ্ঠান। আলোচনা করেন কবি প্রাবন্ধিক ও চিত্র সমালোচক প্রকাশ দাস, বর্ষীয়ান কবি মৃদুল দাশগুপ্ত ও বিশিষ্ট লেখক, চিত্র সমালোচক মনীষ ঘোষ।

কালনা জিআরপির অরণ্য সপ্তাহ পালন

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ১৪ জুলাই : কালনা জিআরপি থানার পুলিশ বৃক্ষরোপণ ও সংরক্ষণের মধ্য দিয়ে অরণ্য সপ্তাহ পালন করে। কালনা স্টেশন চত্বরে ৫০টি আম গাছের চারা রোপণ ও রক্ষার জন্য ঘেরার ব্যবস্থা করা হয়। এই কর্মসূচির নেতৃত্ব দেন কালনা জিআরপি থানার ওসি রফিকুল ইসলাম।

প্রতি বছর ১৪ জুলাই থেকে ২০ জুলাই অরণ্য সপ্তাহ পালিত হয়।

আর ভালো লাগছে না

শশধর মিস্ত্রি

"থাকলো পরান সয়ে / ভাদ্দর মাসে ভাত দেব তোর ঝিঙার ঝোল দিয়ে।" এটি একটি ফার্সি বয়েৎ-এর বাংলা অনুবাদ। একটি বিশেষ ঘটনায় ভারত সম্রাট শের শাহকে তার বাবা হাসান শাহ এটি ফার্সি ভাষাতে বলেছিলেন। নারায়ণ সান্যাল তাঁর 'অবিস্মরণীয়া-ইতিহাসের পথে প্রান্তরে' গ্রন্থে 'নার্গিস কাহিনিতে' এই ঘটনাটি উল্লেখ করেছেন। শের শাহ মুঘল সম্রাট হুমায়ুনকে পরাজিত করে ভারতের সম্রাট হয়েছিলেন। তিনি মাত্র পাঁচ বছরের রাজত্বে শাসনব্যবস্থায় যে দক্ষতার ছাপ রেখে গেছেন তা বিস্ময়কর। সামান্য প্রাইভেট টিউটর থেকে কেবলমাত্র কঠিন লড়াই ও নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার প্রবল বাসনা ও মানসিক দৃঢ়তা তাঁকে সফলতার চরম শিখরে পৌঁছে দেয়।

শের শাহের আগে নাম ছিল ফরিদ খাঁ। তাঁর যৌবনারম্ভে হৃদয় বিদারক পরিস্থিতি তাঁকে প্রেরণা দেয় প্রতিষ্ঠা পেতে। 'মহারাষ্ট্রের জীবন প্রভাত' ছত্রপতি শিবাজিকে তাঁর মায়ের মর্মন্তুদ কাহিনি প্রতিষ্ঠা পেতে উৎসাহিত করে। ভারত ইতিহাসে এই দুই মহান ব্যক্তির মা ওদের বাবার কাছে উপেক্ষিতা, অবহেলিতা ও নির্যাতিতা ছিলেন। শিবাজির মায়ের নাম ইতিহাস মনে রাখলেও শের শাহের মায়ের নাম মনে রাখেনি। সাধারণত ইতিহাস স্থপতি ও স্ত্রীলোকদের স্বীকৃতি দিতে চায় না। স্থপতিরা সৃষ্টি করে ইমারত আর মায়েরা তৈরি করে সন্তান। আর ইতিহাস ইমারতের কৃতিত্ব দেয় রাজা মহারাজাদের। সন্তান প্রতিষ্ঠিত হলে কৃতিত্ব দেয় বাবাকে।

শের শাহের পিতা হাসান খাঁ যৌবনবতী দ্বিতীয় বধূকে পেয়ে বিগত যৌবনা প্রথম বধূ অর্থাৎ শেরশাহের মা'কে অবহেলা করতে শুরু করেন। এক আলোবাতাসহীন কুঠরিতে তাকে থাকতে দেওয়া হয়। সংসারে সব সময় খিটির-মিটির অশান্তি চলতেই থাকে। তাই তাঁর মনের খেদ, বুক ভরা যন্ত্রণা নিয়ে ফরিদ গৃহত্যাগ করতে বাধ্য হয়। কিন্তু মনে তার জ্বলছে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করার তীব্র বাসনার আগুন। এই স্বপ্নই ও পরিশ্রম ফরিদকে ইতিহাসখ্যাত সম্রাট শেরশাহে পরিণত করে। গৃহ ত্যাগের সময় তাঁর বাবা বলেন, যাচ্ছো যখন তোমার আম্মাজানকেও সঙ্গে নিয়ে যাও। রাগে ফুঁসতে ফুঁসতে ফরিদ বাবাকে উত্তর দেন—একটা মাথা গোঁজার ব্যবস্থা করতে পারলেই তখন মাকে এই নরক থেকে তুলে নিয়ে যাব। তখন হাসান খাঁ ফরিদকে রোষ ভরে এই ফার্সি বয়েৎটা বলেছিলেন।

'আর ভালো লাগছে না' এই অনুভূতি শেরশাহকে পথে নামায়। এই শব্দবন্ধ অনেক মানুষের মনোবলকে, আঘাত দেয়, চূর্ণ বিচূর্ণ করে দেয় তার হৃদয়কে। কর্মক্ষেত্রে কাজের পরিবেশকে ধ্বংস করে। ছাত্র-ছাত্রীরা পড়াশোনায় উৎসাহ হারিয়ে ফেলে। আবার করার ক্ষেত্রে ওই শব্দবন্ধ প্রবল জেদ তৈরি করে সমস্যাকে মোকাবিলা করার প্রেরণা জোগায়। নিজেকে প্রতিষ্ঠা করার পথ খুঁজে পেতে সাহায্য করে।

পথে ঘাটে কান পাতলে বেকার যুবক-যুবতী বিশেষ করে যাদের বয়েসটা তিরিশের আগে-পরে বিশেষ করে তারা, স্বচ্ছ রাজনৈতিক কর্মীরা, বিশেষ বিশেষ ইস্যুতে আন্দোলনরতরা, কর্মক্ষেত্রে বিভিন্ন পেশার মানুষজন একে অপরকে 'আর ভালো লাগছে না' এই চারটি শব্দের প্রয়োগ করে মনের অবস্থা প্রকাশ করছেন এটা দেখা যাচ্ছে। সেদিন পথে একটি ব্যাঙ্কায়ত্ত ব্যাঙ্কের কর্মী কোল ইন্ডিয়ার কর্মীকে ওই কথাটি শোনালেন। তখনই আমার ফার্সি বয়েৎটির বঙ্গানুবাদ মনে পড়ে গেল। ব্যাঙ্কের ওই কর্মী ভদ্রলোকের বলার কারণ ওনাকে দিনে এখন বারো ঘণ্টা কাজ করতে হচ্ছে। প্রচুর চাপ, জীবন ঝালাপালা ইত্যাদি। কেবল ব্যাঙ্কই নয়, উচ্চ বিদ্যালয়গুলির মাননীয় প্রধান শিক্ষকদের অনেকের কাছেই একথা শুনতে হচ্ছে। সাম্প্রতিক কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেসের মর্মান্তিক ঘটনাও একই কথা বলে।

মানুষ নিজেকে তিল তিল করে গড়ে তোলে সমাজের কোনো একটা কাজের উপযুক্ত করে। ব্যক্তি মানুষ উপযুক্ত কাজ পেলে তা যেমন সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে বিকশিত করে, সমাজকে করে সমৃদ্ধ। তাই কর্মক্ষেত্রে যদি 'আর ভালো লাগছে না' রব ওঠে তা ব্যক্তিমানুষ-এর জীবন যেমন দুর্বিষহ করে, সমাজেরও সর্বনাশ ডেকে আনে।

তরতাজা ছেলে মেয়েরা লেখাপড়া শিখে, কেউ কেউ নানা বিষয়ে ট্রেনিং নিয়ে কর্মক্ষেত্রে প্রবেশের জন্য উপযুক্ত হয়ে ওঠার পর যত দেরি হতে থাকে তত তাদের মনগুলিও ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে, তারাও তখন বন্ধুদের বলে 'আর ভালো লাগছে না'। তারা একটা কাজের জন্য ছটফট করতে থাকে। যখনই কেউ কর্মক্ষেত্রে প্রবেশের সুযোগ পায়, তখন ভালো লাগছে না-টা ভালো লাগায় পরিণত হয়। এটাই সমাজের পক্ষে কল্যাণকর। এই ভাবেই তো কোনো কোনো ফরিদ পরিণত হবে শেরশাহে। ভরত পাবে জি.টি রোডের থেকে আরও উন্নত কিছু, পাবে উন্নতমানের প্রশাসন।

বর্তমানে ছেলে-মেয়েদের উত্তরণের প্রায় সব পথই মুখ থুবড়ে পড়েছে। অনেকেই কানাগলিতে আবদ্ধ হয়ে হারিয়ে যাচ্ছে—অপচয়, মহা অপচয়। দু-দশ জন যারা পথের সন্ধান পাচ্ছে, কর্মক্ষেত্রে প্রবেশাধিকার পাচ্ছে তাদেরও নিরাপত্তা নেই। কারণ নিয়োগে স্বচ্ছতা থাকছে না। অনেক আগের থেকে যারা আছেন কাজের চাপ, দুঃসহ পরিবেশে থেকে তারা নিষ্কৃতি চাইছেন।

অথচ সমাজ আধুনিক হচ্ছে তার নিজস্ব ছন্দে। যুগ পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে চাহিদারও পরিবর্তন ঘটছে। মানুষ সময়ের ডাকে সাড়া দিয়ে চুলের ছাঁটের পরিবর্তন ঘটাচ্ছে, পোশাকের গড়ন বদলাচ্ছে, বদলাচ্ছে চিন্তা-ভাবনা। এমনকী নারী-পুরুষের প্রেমের ধরণও পাল্টে যাচ্ছে। স্বামী স্ত্রীর প্রেমেরও পরিবর্তন ঘটছে। আগেকার দিনে যৌথ পরিবারে সকালে ঘুম থেকে ওঠার পর স্বামী স্ত্রীর দেখা হওয়াটা ছিল প্রায় অন্যায় কাজ। তখন স্ত্রীকে নিয়ে বাইরে ঘুরতে যাওয়াটা ছিল অশোভন। যুবক-যুবতীর মেলামেশাকে সামাজিক অপরাধ বলে গণ্য করা হতো। ঔপনিবেশিক যুগে যখন থেকে চাকরির ক্ষেত্র তৈরি হলো, কাজের জন্য বাড়ি ছেড়ে দূরে গিয়ে মানুষকে থাকতে বাধ্য হতে হলো, তখন স্ত্রীকে নিয়ে কর্মক্ষেত্রে বসবাসের অভ্যাস শুরু হলো। তাই স্বামী স্ত্রীর প্রেমের ধরণও পাল্টাতে আরম্ভ করল।

এই প্রেম, ভালোবাসাই এক দিকে পারিবারিক বন্ধন দৃঢ় করে, পরিবারের উন্নতি সাধন করে। বৃহত্তর ক্ষেত্রে ভালোবাসাই সমাজ, দেশের মঙ্গলজনক কাজ করতে প্রেরণা দেয়। কাজকে ভালোবাসার ফলে কর্মক্ষেত্র প্রাণচাঞ্চল্যে ভরে ওঠে। দেশ সুগঠিত হয়, নিত্য নতুন আবিষ্কারে উৎসাহ আসে। ব্যক্তি মানুষ সামাজিক মানুষে পরিণত হয়। আসে ত্যাগ সাধনা। ফলে স্বাধীনতা আন্দোলন গড়ে ওঠে। মানুষ শহিদের মৃত্যুবরণ করতেও পিছপা হয় না।

এর একটি মহান উদাহরণ হিউয়েন সাঙ। তিনি বৌদ্ধ ধর্মকে ভালোবেসে সুদূর চিন দেশ থেকে অনেক বিপদ, ঝুঁকিকে অতিক্রম করে হিমালয়ের পথে ভারতে আসেন। বৌদ্ধ দর্শন জেনে বুঝে নেওয়া এবং তা স্বদেশভূমিতে নিয়ে গিয়ে ছড়িয়ে দেওয়াই তাঁর লক্ষ্য। এটা করলে চিনের মানুষের জীবন আরও উন্নত হবে এই ছিল তাঁর ব্রত। বহুদিন ধরে প্রচণ্ড পরিশ্রম করে তিনি বৌদ্ধ দর্শন-এর গ্রন্থগুলি স্বহস্তে কপি করেন। শ্রীলঙ্কা হয়ে তিনি একটি বাণিজ্যিক জলযানে স্বদেশের উদ্দেশে যাত্রা করেন। পথে প্রবল ঝড়ে ওই যান বিপন্ন হয়ে উঠলে নাবিক যাত্রীদের ভার কমাতে যাবতীয় মালপত্র সমুদ্রের জলে নিক্ষেপ করতে নির্দেশ দেন। হিউয়েন সাঙ তাঁর সব মালপত্র জলে ফেলে দেন। কেবল বৌদ্ধ গ্রন্থগুলি আগলে রাখেন। নাবিক এগুলিও ফেলে দিতে বললে তিনি নাবিককে একটি ঠিকানা দিয়ে অনুরোধ করেন, তিনি নিজে জলে ঝাঁপ দিচ্ছেন, পরিবর্তে তাঁর ওই বইগুলি যেন ওই ঠিকানায় পৌঁছে দেওয়া হয়। যদি জাহাজ বিপদ থেকে রক্ষা পায়। তাহলে তিনি যেন এই অনুরোধটিকে মনে রাখেন। অবশ্য কিছুক্ষণের মধ্যে জলযান বিপদমুক্ত হয়। হিউয়েন সাঙ স্বভূমিতে ফিরে যান।

তাই ভালোবাসা ও দায়বদ্ধতা মানব জীবনের মহান দিক, তা ক্ষুদ্র ব্যক্তিজীবন ও বৃহৎ উভয় ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

মঙ্গল ও গোপা চৌধুরী সংস্কৃতি চর্চা কেন্দ্রের ৩০তম বছরের 'নাট্য উৎসব' হয়ে গেল বর্ধমান সংস্কৃতি লোকমঞ্চে ১৩ ও ১৪ জুলাই। প্রথমদিন মঞ্চস্থ হয় শান্তিপুর সাংস্কৃতিক প্রযোজনা, কৌশিক চট্টোপাধ্যায় অভিনীত ও নির্দেশিত 'ফিরে দেখা'। ১৪ জুলাই থিয়েটার প্ল্যাটফর্মের নতুন প্রযোজনা 'ঘরের মধ্যে বাড়ি' মঞ্চস্থ করা হয়। নাটক ও নির্দেশনা দেবাশিস রায়।

বর্ধমান মৌলিক নাট্য সংস্থার ৫৪ তম প্রতিষ্ঠা বর্ষ উদযাপন করা হয়েছিল ১১ জুলাই ২০২৪ টাউনহলে—আবৃত্তি, নাচ, গান, মাউথঅর্গান, কবিতা ও নাটকের মধ্য দিয়ে। উপস্থিত ছিলেন ডাক্তার তুষার কান্তি বটব্যাল, ললিত কোনার ও দেবীপ্রসাদ মণ্ডল।

বর্ধমানিয়া গিরিধারী সরকার

কৌশিক লাহিড়ী

গিরিধারীদাকে কেউ কেউ হয়তো চিনবেন। বেশিরভাগ মানুষই চিনবেন না। কারণ, গিরিধারী সরকার ফেসবুকে নেই।

১৯৮৫ বর্ধমান টেলিফোন এক্সচেঞ্জে একটা টেবল টেনিস চ্যাম্পিয়নশিপে প্রথম আলাপ। আমরা তখন মেডিক্যাল কলেজে ফার্স্ট ইয়ার। সেও প্রায় ৩৯ বছর আগের কথা!

তারপর বর্ধমান রবীন্দ্রভবনে এক রাতে বিবিসির বাংলা বিভাগের একটি অনুষ্ঠান থেকে সাইকেল চালিয়ে বাড়ি ফেরার পথে আলাপটা পেরিয়ে যায় সম্পর্কের চৌকাঠ। ঘরের মানুষ হয়ে যান গিরিধারীদা।

গবেষক, গল্পকার, প্রাবন্ধিক (দেশে লেখা বেরোতো কৃষ্ণ সরকার ছদ্মনামে), আলোচক, সুবক্তা, আবৃত্তিকার ('সৌরভ' সংস্থার প্রাণপুরুষ), শিল্পী, সম্পাদক, সংগঠক এবং অপরিসীম পরিশ্রমের পর ঘনাদার ওপর থিসিস করে বাংলায় পিএইচডি! ইংরেজির শিক্ষকতা থেকে সদ্য অবসর নিয়েছিলেন কয়েক বছর আগে।

কিন্তু নিরন্তর সক্রিয়তা থেকে, সৃষ্টিশীলতা থেকে অবসরের কথা ভাবতেই পারতেন না! এক আশ্চর্য রেনেসাঁ মননের মানুষ!

চেম্বারে কখনোই খালি হাতে আসতেন না। হাতে কোন বই, বা সুন্দর করে বাঁধানো প্রয়াত শিল্পী বন্ধু সমীর বিশ্বাসের আঁকা কোনো ছবি। বা কোনো পত্রিকা, হাতে আঁকা কার্ড, বা অসাধারণ হাতের লেখায় কোনো চিঠি।

অনেক সময় আমার সঙ্গে দেখাও হত না। নিঃশব্দে হাতে করে আনা বই বা পত্রিকা আমার টেবিলে রেখে চলে যেতেন। শিল্পময় স্বাক্ষর সহ! সময় রাখতে না পেরে আমিই অপরাধী হয়ে যেতাম।

সারা পৃথিবীর যেখানে গেছি, কী বিষয়ের ওপর বললাম, সেই নিয়ে অগাধ উৎসাহ, কৌতূহল! লেকচারগুলো কোথায় কিভাবে পাওয়া যাবে তাই নিয়ে প্রবল আগ্রহ।

আমাদের গর্ব, ঐতিহ্য, প্রাণপ্রিয় 'ত্বকবিজ্ঞান' পত্রিকা ইন্ডিয়ান জার্নাল অফ ডারমাটোলজির সপ্রতি বর্ষে পদার্পণ উৎসব নিয়েও তাঁর ছিল অসম্ভব আগ্রহ।

অনলাইন ব্যাপারটার প্রতিই একটা তাচ্ছিল্যমেশা মানোভাব। সোস্যাল মিডিয়ার তো কথাই নেই!

তবে এই রকম সর্বগ্রাসী অনুসন্ধিৎসা বা জ্ঞানপিপাসা আর কারো মধ্যে দেখেছি বলে তো মনে পড়ে না! সে জাল প্রতাপচাঁদ হোক বা প্রাচীন মন্দির। আর সব কিছুতেই তাঁর চর্চা, জ্ঞান একেবারে সর্বোচ্চ পর্যায়ের। বর্ধমানের ইতিহাস নিয়ে তাঁর সংকলন স্তম্ভিত হবার মতো কাজ।

একবার ডাকবিভাগ ভারতে টেরাকোটার প্রাচীন মন্দিরের ওপর সাতটি ডাকটিকিটের একটি সিরিজ প্রকাশ করলেন। এই সাতটির মধ্যে চারটি মন্দির বাংলার আবার তার মধ্যে তিনটি বিষ্ণুপুরের! গিরিধারীদা আমাকে এগুলি সংগ্রহ করার অনুরোধ করেছিলেন, তাই দুর্লভ এই সিরিজটি নিজের চোখে দেখার সৌভাগ্য হয়েছিল! অথবা কোনো স্বল্পপরিচিত প্রাচীন মন্দিরের অজানা ইতিহাস বা পশ্চিম বর্ধমানের প্রায় অনাবিষ্কৃত কোনো জৈন মন্দিরের ভগ্নাবশেষ নিয়ে তাঁর পরিশ্রমী গবেষণা সম্ভূত আন্তর্জাতিক মানের অবিশ্বাস্য দলিল কিংবা বর্ধমান শহরের হারিয়ে যাওয়া সিনেমাহল রূপমহল নিয়ে কোনো অসামান্য লেখা।

অথবা বর্ধমানের নদনদী জলাশয়, পুষ্করিণী/দীঘি আর বুজিয়ে ফেলা আধুনালুপ্ত খানা/ডোবা নিয়ে প্রামাণ্য প্রবন্ধ যা একটি সম্পূর্ণ গবেষণাপত্র/পিএইচডির থিসিস/আকরগ্রন্থের বিষয় হতে পারে! আর ঘনাদাকে নিয়ে ওই স্তরের কাজ আর কেউ করেছেন বলে আমার জানা নেই!

গতশতকের প্রবাদপ্রতিম এবং আধুনাবিস্মৃত সঙ্গীতশিল্পী কে মল্লিককে নিয়ে সেবার একক প্রচেষ্টায় করে ফেললেন একটা আশ্চর্য অনুষ্ঠান!

দেশের গণ্ডি পেরিয়ে ঢাকা থেকে প্রকাশিত 'প্রকৃতিবার্তা'য় লিখে ফেললেন আবহমান জীবনানন্দ নিয়ে ধারাবাহিক একটি লেখা।

যোগাযোগ করে ফেললেন মুক্তিযোদ্ধা বাঘা সিদ্দিকীর সঙ্গে। সলতে পাকানো শুরু হয়ে গেলো আবার একটি প্রামাণ্য দলিলসম কাজের! কিন্তু হঠাৎ ছন্দপতন!

মে মাসের মাঝামাঝি একটা স্ট্রোক হয়, সেরেও ওঠেন খুব দ্রুত। 'কোনোদিন কোনো নেশা করিনি কৌশিক, এসব কেন হলো বল দিকি'!

দু'মাসের মাথায় ১০ জুলাই সেরিব্র্যাল হেমারেজ নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হন। আজ একটু আগে চলে গেলেন!

আমার কাছে সব থাকে, খুঁজলে হয়ত নিজের হাতে আঁকা আশ্চর্য আধুনিক বয়ানে গিরিধারীদার নিজের বিয়ের আমন্ত্রণপত্রও খুঁজে পাওয়া যাবে কিন্তু মানুষটার সঙ্গে আমার একটি ছবিও পাওয়া যাবে না!

উনচল্লিশ বছর জুড়ে এত কথা বললাম দুজনের একটা ছবিও তোলা হলো না! লেখার সঙ্গে এই ছবিটা ঠিক ১০ দিন আগে গিরিধারীদাই পাঠিয়েছিলেন! কেন কে জানে?

আর কখনো আমার চেম্বারে এসে বলবেন না, —লিখে রাখো! না হলে সব হারিয়ে যাবে যে!

'আলোবাতাস' পত্রিকার 'ভালোবাসার আলোবাতাস' সম্পাদনা করে কিশোরের মতো খুশি হয়েছিলেন। অসামান্য অলংকরণ সহ এই আশ্চর্য সংকলন দিয়ে গিয়েছিলেন নিজের হাতে, সঙ্গে অভিমান আর আক্ষেপ, বারবার বলা সত্ত্বেও কবিতা দিইনি বলে।

আর তারপর সমীর বিশ্বাসের একটি পেন্সায় সাদাকালো স্কেচ বাঁধিয়ে, তারপর মনের মতন না হওয়ায় ল্যামিনেশন করিয়ে আবার ফ্রেম খুলে আবার নতুন করে বাঁধিয়ে, আমাকে দিয়ে গেলেন। শিল্পীত স্বাক্ষর সহ।

আমার মতো বহু মানুষের কাছে থেকে গেল তাঁর সেই ভালোবাসার স্বাক্ষর। প্রেমেন্দ্র মিত্রর সরাসরি সাক্ষাতে এসেছিলেন যখন তখন জানতেনও না পরবর্তীতে ঘনাদা হয়ে উঠবেন তাঁর গবেষণার বিষয়!

বুদ্ধদেব গুহর সঙ্গে কোভিডকালে টেলিফোনেই নিয়ে ফেললেন বিশাল সাক্ষাৎকার! গান শোনালেন, শুনলেন। সে অডিওটেপ কোথায় আছে, জানি না।

'নতুন চিঠি'-র জ্যোতির্ময়বাবু, 'চিত্রমন্দির'-এর সমরদার মতো আরও কিছু মানুষকে নিয়ে তাঁর আকূলতা ছিল অকৃত্রিম, শ্রদ্ধা ছিল সুগভীর।

তক্ষশীলা-নালন্দা-অক্সফোর্ড-কেমব্রিজ যে জ্ঞানপিপাসু মানুষটির অনায়াস বিচরণভূমি হতে পারত তিনি নিজের সারাটা জীবন উৎসর্গ করে দিয়েছেন তাঁর ভালোবাসার বর্ধমানকে।

অন্যদেশে জন্ম নিলে গিরিধারী সরকারের এই অমূল্য, অবিশ্বাস্য, অক্লান্ত, ধারাবাহিক কাজগুলি হয়ত যথাযথ স্বীকৃতি পেত।

তাঁর প্রাত্যহিক শুভেচ্ছা বার্তা অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল। দিন কয়েক আগে, পাঠানো শেষ বার্তাগুলির একটি ছিল স্যামুয়েল জনসনের এই উক্তিটি— "A Writer only begins a book– a reader finishes it" কেন যে এই উদ্ধৃতিটাই পাঠিয়েছিলেন জানি না!

তাঁর অজস্র আরব্ধ কাজ পড়ে রইল, কে যে সে সব সুচারু ভাবে সমাপ্তিরেখায় পৌঁছে দেবে সে ব্যাপারে কি তাঁর মনের কোণে আশঙ্কার মেঘ জমা হচ্ছিল?

শূন্যগর্ভ, মধ্যমেধার সোস্যালমিডিয়াবাহিত গগনভেদী দামামার প্রবল কলরবের মাঝে এমন প্রচারবিমুখ, সত্যিকারের গুণী মানুষের নিভৃত অথচ প্রগাঢ় উচ্চারণের কদর কি আমরা দিতে পারব?

সংস্কারের দাবিতে রাস্তায় ধানের চারা রোপণ

নিজস্ব সংবাদদাতা, পূর্বস্থলী, ৯ জুলাই : চরম বেহাল রাস্তা সংস্কারের দাবিতে বিশেষ কর্মসূচি পালন করে গ্রামবাসীরা। বামফ্রন্টের আমলে নির্মিত পাকা রাস্তা দীর্ঘদিন সংস্কারের অভাবে খানাখন্দে ভরা কর্দমাক্ত রাস্তায় পরিণত হয়েছে। প্রতিবাদ স্বরূপ এদিন সেই রাস্তায় ধানের চারা রোপন করে প্রশাসনের কাছে রাস্তাটি সংস্কারের দাবি জানান গ্রামবাসীরা। ঘটনাটি পূর্বস্থলী-২ ব্লকের পাটুলি গ্রামপঞ্চায়েত এলাকার। গ্রামবাসীদের অভিযোগ পাটুলি হাসপাতাল থেকে পাটুলি গঞ্চায়েত পর্যন্ত প্রায় ১ কিমি রাস্তাটি আর সংস্কার করা হয়নি। তাই এই রাস্তাটির সংস্কার করা খুবই জরুরি।

আইসিডিএস কর্মীদের ডেপুটেশন ও বিক্ষোভ

নিজস্ব সংবাদদাতা, মেমারি, ১০ জুলাই : আইসিডিএস কর্মী সমিতি মেমারি-১ প্রকল্প কমিটির পক্ষ থেকে সিডিপিওকে ডেপুটেশন দেওয়া হলো। ১০ জুলাই দুপুরে দাবি দিবসে ১১ দফা দাবির ভিত্তিতে মেমারির কিষাণ মান্ডির অফিসে সিডিপিও-কে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। সিডিপিও অফিসের সামনে প্রায় ৪০০ মহিলা কর্মী ডেপুটেশন ও বিক্ষোভ দেখানো হয়। সিডিপিও আশ্বাস দেন তাঁর এক্তিয়ারে যে দাবিগুলো আছে তিনি দেখবেন। ডেপুটেশন ও বিক্ষোভ সভায় উপস্থিত ছিলেন মনীষা চক্রবর্তী, দিপালী রায়, মীঠু ধীর, শুভ্রা রায়, মালতী কর্মকার, অনিমা দে প্রমুখ।

আয়ুব হোসেন-এর সাম্প্রতিক কিছু কাজ

—প্রথম পাতার পর

বর্ধমানের নয়, সারা বাংলা থেকে ভারতের নতুন দিক উন্মোচিত করতে পারে।

বর্ধমান ইতিহাস সন্ধানকে তিনি পরম স্নেহভরে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন, কারণ তাঁর মতে, তিনি আর কোথাও এর আগে এইসব প্রত্নবস্তু প্রকাশ্যে আনেননি। আজ 'নতুন চিঠি' পত্রিকায় তার কথানুযায়ী আমাদের বিশ্বাসমতন সর্বপ্রথম এই সংবাদ প্রকাশিত।

বর্ধমান থেকে আমার সঙ্গে ছিলেন বিবেকানন্দ মহাবিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক অসীম পোড়েল। সকাল ৯ টা থেকে প্রায় ১০.৪৫ পর্যন্ত আমরা তাঁর কাছে ছিলাম। বসবার পরে প্রথমেই তিনি এই প্রত্নবস্তুগুলি হাতে তুলে দিলেন। তারপরে তাঁর জীবন যাপন এবং অবিরাম ইতিহাস ও সংস্কৃতি অন্বেষণের পটভূমিকায় প্রত্নবস্তুগুলির বিস্তৃত বিবরণ বলে চলেছেন। অজয় নদের তীরবর্তী অগভীর জলের ভিতর থেকে এই প্রস্তর প্রত্নগুলির সন্ধান পাওয়া যায়। তাঁর কথায় এই আয়ুধ বা পাথরের অস্ত্রগুলি মানব সভ্যতার প্রাচীন প্রস্তর যুগের। এইগুলি লোহা, তামা, ব্রোঞ্জ আবিষ্কার হবার আগের পর্যায়ের। তাঁর আবিষ্কৃত এই আয়ুধগুলি শুধুমাত্র মঙ্গলকোট নয়, বর্ধমান থেকে বাংলা হয়ে ভারত ইতিহাসের এক নতুন মাত্রা যোগ করবার সম্ভাবনা আছে।

আমরা ইতিহাস অনুসন্ধানী, কিন্তু প্রত্নবিদ নই। ফলে আমাদের এই বিষয়ে আরও আলোকপাতের জন্যে আমাদের শুভানুধ্যায়ী তিনজন খ্যাতনামা জাতীয় মানের বাঙালি প্রত্নতত্ত্ববিদ তথা ইতিহাসবিদের শরণাপন্ন হয়েছিলাম। মোবাইলে এই প্রত্নবস্তুগুলির রঙিন ছবি পাঠানোর পরে কথাবার্তা ও আলোচনা হয়েছে। এই তিনজন হলেন ভারতীয় পুরাতত্ত্ব সর্বেক্ষণ (ASI)-এর প্রাক্তন সর্বময় অধিকর্তা অধ্যাপক গৌতম সেনগুপ্ত, ভারতীয় পুরাতত্ত্ব সর্বেক্ষণ মুম্বাই বিভাগের সুপারিনটেনডেন্ট প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ শুভ মজুমদার ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক রজত সান্যাল। এই তিনজনের কাছেই আয়ুব হোসেন যথেষ্ট পরিচিত ব্যক্তিত্ব।

তাঁদের সঙ্গে আলোচনা করে জেনেছি যে আলোকচিত্রে পাশাপাশি থাকা চারটির মধ্যে বামদিক থেকে ডানদিকের প্রথমটি উৎকৃষ্ট টেরাকোটা বা পোড়ামাটিশিল্পের ভগ্নাংশের নিদর্শন, পাথরের অস্ত্র নয়। তার পাশে থাকা বামদিক থেকে দ্বিতীয় প্রস্তরখণ্ডটিই প্রাচীন আয়ুধ হবার সম্ভাবনা। বাকিগুলি সামনাসামনি ভালো করে না দেখলে নিঃসন্দেহ হওয়া যাচ্ছে না। কিন্তু তাঁরা সামগ্রিকভাবে কোনো সম্ভাবনাই উড়িয়ে দিচ্ছেন না।

আমরা সসম্মানে অবিরাম ইতিহাস অনুসন্ধানী অশীতিপর ঐতিহাসিক, ঐতিহ্য ও লুপ্ত ইতিহাসসন্ধানী আয়ুব হোসেনের এই আন্তরিক নিষ্ঠাবান সরেজমিনে তদন্তের প্রয়াসকে কুর্নিশ জানাই।

মেমারিতে ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে সচেতনতা শিবির

নিজস্ব সংবাদদাতা মেমারি ১২ জুলাই : স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা স্টার্ট আপ ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে তিনটি পৃথক বিষয়ে কর্মশালা করা হলো মেমারিতে। এদিন দুপুরে মেমারি রসিকলাল স্মৃতি বালিকা বিদ্যালয়ে উদ্ভিদজাত খাবার, বৈদ্যুতিন বর্জ্য ও আর্থিক সাক্ষরতা বিষয়ে কর্মশালায় স্কুলের নবম, দশম, একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণির শতাধিক ছাত্রী ও শিক্ষিকারা অংশগ্রহণ করেন। স্টার্ট আপ ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে অহনা ব্রহ্মচারি পুষ্টিযুক্ত স্বাস্থ্যকর খাদ্যাভাস ও স্বাস্থ্যসম্মত জীবনযাপন বিষয়ে, কোনো নিরামিষ আহারে আমিষসম একই

পুষ্টিগুণ আছে ও নিত্য খাদ্য তালিকায় প্যাকেটজাত খাবারের বদলে টাটকা খাবারের গুরুত্ব কেন বেশি সেই নিয়ে সচেতনতামূলক বক্তব্য রাখেন। এছাড়াও পার্থপ্রতিম মিত্র বর্তমান সময়ে ইলেকট্রনিক বর্জ্যের বিষয়ে সচেতন করেন ছাত্রীদের ও ইলেকট্রনিক বর্জ্যের সংগ্রহ অভিযানও শুরু করার কথা বলেন। ছাত্রীদের মধ্যে সুরক্ষিত ভবিষ্যতের জন্য আর্থিক সঞ্চয়ের ভাবনা স্কুলস্তর থেকেই গড়ে তুলতে হবে এই বিষয়ে বক্তব্য রাখেন স্টার্ট আপ ফাউন্ডেশনের কৌস্তভ সামন্ত।

এদিন মেমারি রসিকলাল স্মৃতি বালিকা বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষিকা চন্দ্রা চ্যাটার্জী সংস্থার এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়ে বলেন, এই ধরনের সেমিনারের মাধ্যমে ছাত্রীরা পড়াশুনোর সাথে সাথে সামাজিক দায়িত্ব ও স্বনির্ভরতার জ্ঞান লাভ করে।

খেলাধুলো থেকে অবসর নেই শিক্ষিকা সন্ধ্যার

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ১২ জুলাই : বয়সের কারণে শিক্ষকতা থেকে অবসর নিলেও খেলাধূলার আঙিনা থেকে এখনো অবসর নেননি এক শিক্ষিকা। তাই সম্প্রতি ঢাকায় অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক অ্যাথলেটিক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে তিনটি মেডেল জয় করে এনেছেন। এই অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষিকার লক্ষ্য মৃত্যুর আগে পর্যন্ত তিনি খেলাধূলার মধ্যে থাকতে চান। বর্তমানে ৬৬ বছর বয়সি এই শিক্ষিকা সন্ধ্যা পাখিরার বাড়ি কালনা শহরে। এক কন্যা সন্তানের মা এই শিক্ষিকা বছর ছয়েক আগে শিক্ষকতা জীবন থেমে গেলেও, এখনো তার খেলাধূলার জীবন সচল। গত জুন মাসের ২৭ থেকে ২৯ জুন পর্যন্ত বাংলাদেশের ঢাকা বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে অ্যাথলেটিক প্রতিযোগিতার আসর বসে। ৩৫ বছরের পর থেকে ৭০ বছর পর্যন্ত বয়সি প্রতিযোগীরা এতে অংশগ্রহণ করেন। বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান, শ্রীলংকা, নেপাল, মালদ্বীপ প্রভৃতি দেশের ৫১০ জন প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করেন। এই প্রতিযোগিতায় সন্ধ্যা পাখিরা অংশগ্রহণ করে বর্ষা নিক্ষেপে প্রথম, ডিসকাস ও শটপাট নিক্ষেপ এই দুটোতেই দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন। ২০২৩ সালের শ্রীলঙ্কায় অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক অ্যাথলেটিক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে মেডেল পেয়েছিলেন। তার আগে উত্তরপ্রদেশের বেনারস, কেরালা, ছত্রিশগড়ে জাতীয় স্তরে অংশগ্রহণ করে সাফল্য পেয়েছেন। বেনারসে জাতীয় স্তরের অনুষ্ঠানে গুজরাট থেকে একজন মহিলা খেলোয়ার এসেছিলেন অংশগ্রহণ করতে। তার বয়স ১০৪ বছর। এই অ্যাথালিটকে দেখে সন্ধ্যা দেবী আরো অনুপ্রাণিত হয়েছেন।

আমের আঁটিও এক বিকল্প জীবিকা

নিজস্ব সংবাদদাতা, পূর্বস্থলী, ১১ জুলাই : বেশ কয়েক বছর ধরে পূর্বস্থলীর সহস্রাধিক মানুষ রোজগারের পথ খুঁজে পেয়েছেন আমের আঁটির মাধ্যমে। অবিশ্বাস্য হলেও ধ্রুবসত্যি যে পূর্বস্থলীর আমের আঁটি পাড়ি জমাচ্ছে রাজ্যের বিভিন্ন জেলা সহ বিভিন্ন রাজ্যেও। কয়েক বছর ধরে পূর্বস্থলী রেলস্টেশনের ৪নং প্লাটফর্মের পাশে তৈরি হয় আমের আঁটির পাইকারি মার্কেট। এই মার্কেট থেকে দৈনিক দেড় থেকে দু-লাখ আঁটি রপ্তানি হয়। যদিও এবার আমের ফলন কম হওয়ার জন্য আমের আঁটির যোগান কম। কিন্তু দাম বেশি হওয়ায় আমের আঁটি বিক্রেতাদের পুষিয়ে যাচ্ছে। রাজ্যের বিভিন্ন জেলা সহ বিহারের কাটিহার, ভাগলপুরে এখানকার আঁটি ট্রাক ভর্তি হয়ে চলে যাচ্ছে। সাধারণত নার্সারি মালিকরা আমের আঁটির ক্রেতা। এই আঁটি গাছের কলম তৈরির কাজে লাগে বলে জানান, পূর্বস্থলীর আমের আঁটি ব্যবসায়ী। তিনি আরো জানান, নার্সারি মালিকরা ওই আঁটি সংগ্রহ করে প্রথমে গাছ তৈরি করেন। পরে তার মাথা কেটে গ্রাফটিং করা হয়। বিভিন্ন প্রজাতির আমের কাটিং জোড়া হয় ওই গাছে। ওটাই হল স্বল্প খরচে কলমের আমগাছ তৈরি করার সহজ পদ্ধতি। এই সহজ পদ্ধতির কথা যত প্রচারে আসছে, ততই আঁটির চাহিদা বেড়ে যাচ্ছে, পাশাপাশি দামও বাড়তে শুরু করেছে। গরিব শ্রমজীবী মানুষজন ভোরের আলো ফুটতেই আমের আঁটি সংগ্রহে বেরিয়ে পড়ছেন। দিনের শেষে ওইগুলো বিক্রি করে ৩০০ থেকে ৪০০ টাকা পর্যন্ত তাদের রোজগার হয়। তবে এই ব্যবসা দু'মাসের জন্য, একমাত্র আমের মরশুমেই। আমের আঁটি কুড়ানিরা বলেন, আমের আঁটির চাহিদা দিন-দিন বাড়ছে।

—প্রথম পাতার পর

পুরস্কার বিতরণ

জেলা সম্পাদক আশুতোষ পাল, জেলা সম্পাদক মণ্ডলীর সদস্য জয়দেব নায়ক ও বিধায়ক নিশীথ কুমার মালিক, কর্মাধ্যক্ষ প্রমুখ। সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য ড. বিশ্বজিৎ সেনগুপ্ত কুসংস্কার বিরোধী অনুষ্ঠান করেন। ১৭টি স্কুলের ছাত্র-ছাত্রী শিক্ষক শিক্ষিকারা উপস্থিত ছিলেন। গোটা কর্মসূচি হাটগোবিন্দপুর উচ্চ বিদ্যালয়ে পরিচালনা করেন বিজ্ঞান কেন্দ্রের সম্পাদক মনোরঞ্জন সরকার।

পাখি-চোখ-৮৬

রত্না রশীদ

পর পর বহু নমস্য ব্যক্তিত্বকে হারিয়ে চলেছি আমরা। অবাক হবার তো কিছু নেই, পার্থিব নিয়ম এটা। তবু এসব সংবাদে আমরা বাস্তিবিকই মুহ্যমান হই। সাময়িক। শ্মশানবৈরাগ্য বলে একটা লব্জ আছে তো। মৃত্যুশোকেরও একটা স্তরভেদ আছে। কেউ মৃত্যুটির সঙ্গে প্রতিদিনের যাপনে চিরমৃত হয়ে বেঁচে থাকবে জীবনের শেষ দিন তক্। কেউ বাস্তবিক এই শোকে বেশ কিছুটা নাড়া খেয়ে নড়ে যাবে ঠিকই, কিছু সময় কেটে গেলে সামলে নেবে ঠিক। কেউ কেউ মৃতদেহের ওপর ফুলমালা রেখে শ্রদ্ধা জানিয়ে গেছন ফিরেই ভুলে যাবে। এর সবকটাই স্বাভাবিক। এখানে কারো দোষ-গুণ-উদারতা-নিষ্ঠুরতা কোনো কিছুই নেই। মরন এরকমই। সাধারণ জীবনের ক্ষেত্রে এমনটিই ঘটে।

তবে চিরস্মরণীয় ব্যক্তিত্বের জীবন-মরন-এর কোনো তফাৎ নেই। বস্তুত পার্থিব শরীর হারানোর পর, তাঁর প্রকৃত মূল্যায়ন ফুলের মতো প্রাকৃত প্রস্ফুটিত হয়ে ওঠে। বিশেষত আমাদের দেশের বাঙালি কাঁকড়া সংস্কৃতিতে প্রণম্য ব্যক্তিত্বকে টেনে ধরে পাঁকে নামানোর উদাহরণ প্রচুর। মরে গেলে তখন ফুলের তোড়া নিয়ে দৌড়াদৌড়ি। খুব ভালো চিত্রায়ন ঘটেছে এই মানসিকতার এক পুরনো হিন্দি ছায়াছবি—'এক ডকটর কি মওত'-এ। মৃত্যু মানুষকে এক উচ্চতা দান করে। তখন খোঁজ পড়ে তাঁর কৃত সুকৃতীর। যা তাঁর জীবিত কালে ধুলোয় ফেলে পায়ে মাড়ানো হতো, আজ খুঁজে খুঁজে তাকে মুক্তোর মতো মহামণ্ডিত করতে বাধ্য হবে কারণ তাঁর সুকর্ম তাঁকে মৃত্যুঞ্জয় করেছে। ঈর্ষান্বিত বিরোধিতার বিষসর্প তখন মাথা নোয়াতে বাধ্য— খুঁজবে অন্য এক জীবিতের জীবন ও কর্ম। অনেক বেশিদিন বেঁচে থাকার এই এক অমোঘ শাস্তি। বহুকিছু দেখে, হজম করে, বেমালুম ভুলে যাওয়ার শক্তিও যে মানুষেরই থাকে, তা হাড়ে হাড়ে টের পাওয়া যায়।

তাই, যেভাবে যেটুকু সম্ভব মানুষের কাজে লাগা—স্রেফ এটুকুই, যার যেমন সাধ্য। বোঝা জরুরি জীবন-মরন দুটোই সমান গুরুত্বপূর্ণ। তাই চোখ বোজার আগের সময়টুকু মানুষের পাশে থেকে মানুষের কাজ করা। ব্যাস্ এটুকুই।

(চলবে)

গিরিধারী সরকার প্রয়াত

—প্রথম পাতার পর

টেরাকোটা ইত্যাদি বিষয়গুলি। তারই ফলশ্রুতিতে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হলের সহায়তায় ২০০৪ ও ২০০৭ সালে স্থানিক ইতিহাস বিষয়ে দুটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচনাসভা হয়। তারই উৎকৃষ্ট ফসল হল 'বর্ধমান ইতিহাস সন্ধান' (২০১২)। গ্রন্থটি অধ্যাপক জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য ও গিরিধারী সরকারের যৌথ সম্পাদনায় প্রকাশিত। এই কাজে পেয়েছিলেন অধ্যাপক চিত্তরঞ্জন গাণ্ডা ও ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হলের পৃষ্ঠপোষকতা। বর্ধমান জেলার বৈষ্ণবপাটি সন্ধানে গিরিধারী সরকারের গ্রন্থ 'শ্রীগাট দেনুড়'। তাঁর সম্পাদিত আর একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হল 'বাংলার মন্দির মসজিদ টেরাকোটা ও বর্ধমান' (২০২২)। আঞ্চলিক ইতিহাসের স্মরণীয় ব্যক্তিত্ব প্রয়াত যজ্ঞেশ্বর চৌধুরী স্মরণে তাঁর সর্বশেষ সম্পাদিত গ্রন্থ হল 'যজ্ঞেশ্বর স্মরণ... এবং ইতিহাস' (২০২৩)। অধ্যাপক আলোক কুমার চক্রবর্তীর অধীনে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগ থেকে সফল গবেষণা করেছেন (২০১৯) ঘনাদা বিষয়ে। তাঁর গবেষণালব্ধ গ্রন্থ হল 'কালজয়ী ঘনাদা @ ৭৫+'। বাবা রাখহরি সরকারকে নিয়ে একটি গ্রন্থও তিনি প্রকাশ করেন। কুসুমগ্রামে জন্মানো সঙ্গীতশিল্পী মুন্সী মহাম্মদ কাসেমকে বিস্মৃতির অতল থেকে তুলে এনে সঙ্গীতপ্রেমীদের কাছে পরিচিত করানোর গুরুত্বপূর্ণ কাজটি করেন গিরিধারী সরকার। উল্লেখ্য, সমাজবাস্তবতায় এই সঙ্গীতশিল্পীকে কে. মল্লিক নাম নিতে হয়। এই নামেই তিনি শ্যামাসঙ্গীত, নজরুলগীতিতে প্রভূত খ্যাতি অর্জন করেন।

মূল্যবৃদ্ধি ও জীবন জীবিকা নিয়ে সভা

নিজস্ব সংবাদদাতা, রানিগঞ্জ, ১৩ জুলাই : শ্রমিক বিরোধী শ্রমনীতির সাথে মূল্যবৃদ্ধি, বেকারী ও শ্রমিক-কৃষকের জীবনজীবিকার সমস্যা নিয়ে মোদী-মমতা সরকারের জনবিরোধী নীতির প্রতিবাদে সোচ্চার হয়ে বয়লভপুর নেতাজি মূর্তির পাদদেশে বিক্ষোভ দেখালো সিআইটিইউ ও সারা ভারত কৃষক সভা। বক্তব্য রাখেন শ্রমিকনেতা হেমন্ত প্রভাকর, দিব্যেন্দু মুখার্জি, শাশ্বতী মিত্র, মলয় মণ্ডল, গৌরব ধল্লা প্রমুখ। উপস্থিত ছিলেন শ্রমিকনেতা সুপ্রিয় রায়। সম্প্রতি বন্ধ হয়ে যাওয়া বয়লভপুর পেপারমিলের শ্রমিকরা বিক্ষোভসভায় অংশ নেন।

প্রতি বছরের মতো এ বছরও শারদীয় 'নতুন চিঠি' প্রকাশিত হবে। পত্রিকার নিজস্ব আয়ে সারা বছরের খরচ সংকুলান করা দুঃসাধ্য হয়ে উঠেছে। শারদ সংখ্যা প্রকাশের বিপুল দায়ভার বহন করা অসম্ভব। পত্রিকার তরফ থেকে তাই সকল শুভানুধ্যায়ীর কাছে আবেদন, বিগত বছরের ন্যায় এবারও আপনাদের সাধ্যমতো অনুদান দিয়ে পত্রিকার পাশে দাঁড়ান। অর্থাভাবে শারদ সংখ্যা প্রকাশ যাতে বন্ধ না হয় তার জন্য আপনাদের সহযোগিতা কামনা করি।

State Bank of India, Burdwan University Branch
Title of Account : Natun Chithi
S/B A/C No. : 10212634603 IFSC : SBIN0002033
QR কোড স্ক্যান করে সরাসরি আপনি টাকা পাঠাতে পারেন।

R.O. Number 289(36)/ICA/PUB/BDN(ADVT) Date : 12.07.2024

একই ছাদের নীচে কম্পিউটারাইজ্ড কম্পোজিং, অফসেটে ছাপা, আধুনিক বাঁধাই, অটোমেটিক কাটিং-এ সমৃদ্ধ
সাধনা প্রেস
১১, জে বি মিত্র রোড, বর্ধমান
Mob. 9434333820, 9635726620 (Fazlul), 8942808557 (Madhu)
E-Mail : sadhanapress09@gmail.com
ছাপার কাজে আমরা একশোভাগ আন্তরিক

Editor : Jyotirmay Bhattacharya, Printed & Published by Dinesh Jha on behalf of Natun Chithi Trust from 62 B.C Road, Anita Cinema Lane, Bardhaman-713101, Printed at Natun Chithi Press with assistance of Sadhana Press 11 J B Mitra Road Burdwan-713104, Mobile : 9434251586, Mail : weeklynatunchithi@gmail.com Price : Rs. 2/-